চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বই পড়ে পুরস্কার পেল ৬ হাজার শিক্ষার্থী
শিশুদের মানসিক বিকাশে বই পড়াকে উৎসাহিত করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

গ্রামীণফোনের সহযোগিতায় নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণ উৎসবে ১০৬টি স্কুলের ৬ হাজার ২৮ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান উৎসবে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শুক্রবারের আয়োজনে আরো উপস্থিত ছিলেন পাখি বিশেষজ্ঞ ইনাম আল হক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও ট্রাস্টি ডা. আবদুন নূর তুষার, গ্রামীণফোন লিমিটেডের রিজিওনাল হেড মোরশেদ আহমেদ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চট্টগ্রাম শাখার সংগঠক অধ্যাপক আলেক্স আলিম এবং অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের সদস্য শামীম আল মামুন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনব্যাপী এই পুরস্কার বিতরণ উৎসব শুরু হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তোমারাই দুর্নীতিমুক্ত, শোষণমুক্ত, সুন্দর ও স্বার্বভৌম আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। তিনি আরো বলেন, সমাজের অবক্ষয় হয়েছে

নৈতিক শিক্ষার অভাবে। আমরা বই পড়ে জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবো। এতে করে আমাদের নৈতিক উন্নয়ন হবে এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটবে। বাংলাদেশি পাখি বিশেষজ্ঞ, আলোকচিত্রী লেখক ও পর্যটক জনাব ইনাম আল বলেন, আমাদেরকে আনন্দে থাকতে হবে, আনন্দে বাঁচতে হবে। আর আনন্দের জন্য সবাইকে বেশি বেশি বই পড়তে হবে।গ্রামীণফোনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের রিজিওনাল হেও মোরশেদ আহমেদ বলেন- তরুণরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদের মধ্যে যেন মানবিক ও মানসিক উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটে, এজন্য গত দুই দশক ধরে এই মহতী উদ্যোগের পাশে আছে গ্রামীণফোন। বই পড়া কর্মসূচিতে আজকের বিজয়ী শিক্ষার্থীদের গ্রামীণফোনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আরো বলেন তরুণদের জ্ঞানের বিকাশ এবং মানসিক উৎকর্ষতার জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। তাই আলোকিত মানুষ গড়ার অংশ হিসেবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে বই পড়া কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন একটি উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমরাও গর্বিত।"সভাপতির বক্তব্যে অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের সদস্য শামীম আল মামুন বলেন, যারা বই পড়ে তারা বড় মানুষ হয়। তারা দয়াবান ও বিবেকবান হয়। তোমরা যারা পুরস্কার পাচেছা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচিই। আমরা যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন বই পড়বো এই প্রত্যাশা রইলো সবার প্রতি।অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চট্টগ্রাম শাখার সংগঠক অধ্যাপক আলেক্স আলিম। দিনব্যাপী এই পুরস্কার বিতরণ উৎসবে চট্টগ্রাম মহানগরীর ১০৬টি স্কুলের পুরস্কার বিজয়ী ৬ হাজার ২৬ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৯০টি স্কুলের ৫ হাজার ৩৮০ জন সরাসরি মঞ্চ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে এবং ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্কুলের শিক্ষক/সংগঠক পুরস্কার গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে জন ছাত্রী ৪০৫০ ৪ ১৩৩০ জন ছাত্র। মোট স্বাগত পুরস্কার পেয়েছে ৩০৯১ জন, শুভেচ্ছা পুরস্কার পেয়েছে ১৯২৪ জন, অভিনন্দন পুরস্কার পেয়েছে ৮৮২ জন এবং সেরাপাঠক পুরস্কার পেয়েছে ১৩১ জন। দিনব্যাপী উৎসবের এ বিশাল আয়োজন ও পুরস্কারের বই স্পন্সর করেছে গ্রামীণফোন লিমিটেড।

মহানগর শ্রমিক দল যুব কমিটির আলোচনা সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন
বিএনপিকে আবারও ক্ষমতায় আনবে জনগণ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আগামী ২০২৬ সালের নির্বাচনে জনগণ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে আবারও ক্ষমতায় আনবে। দেশনায়ক তারেক রহমান জিয়া পরিবারের উত্তরসূরী হিসেবে বাংলাদেশের আগামীর প্রধানমন্ত্রী হবেন। জনগণ বিজয়ের মালা পড়িয়ে তাকে প্রধানমন্ত্রী করবে। এ আশায় আমরা বুক বেঁধে আছি। তিনি শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে নগরীর কাজীর দেউরী নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের মাঠে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর শ্রমিক দল যুব কমিটির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ডা. শাহাদাত বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার পরে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া চাইলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানকে নিয়ে ঘরে বসে সংসার জীবন চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। যখন দেখলেন স্বৈরাচারী এরশাদ মানুষকে পেটাচ্ছে, নির্যাতন করছে, গণতন্ত্রকে অবদমিত করছে ও লুন্ঠন করছে তখন তিনি রাজপথে নেমে আসেন।তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে শক্তিশালী করেছেন এবং প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে রাজপথের আন্দোলনকে জোরদার করেছিলেন। আপোষহীন নেতৃত্বের কারণে এরশাদ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। অথচ শেখ হাসিনা বারবার

এরশাদের সাথে আঁতাত করেছেন। ১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনা এরশাদের সাথে নির্বাচনে গেলেও ১৯৮৮ সালে আর পারেননি খালেদা জিয়ার অদম্য নেতৃত্বের কারণে।চসিক মেয়র বলেন, ১৯৯১ সালের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দেশের মানুষ বেগম খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এরপর নানা ষড়যন্ত্র হলেও তিনি জনগণের পাশে ছিলেন। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে মাইনাস টু ফর্মুলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু শেখ হাসিনা তখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন, অথচ আমাদের নেত্রী দেশের মানুষের পাশে ছিলেন।ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ১৬ বছরে অমানবিক নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মৌলিক অধিকার খর্ব হয়েছে। তবুও দেশনায়ক তারেক রহমান বিদেশে থেকেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ দেশের ১৬ কোটি মানুষকে সংগঠিত করেছেন। জুলাই আগস্টের আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রজনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তিনি বড় ভূমিকা রেখেছেন। মহানগর শ্রমিক দল যুব কমিটির সভাপতি হাসিবুর রহমান বিপ্লবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দীন এবং নির্মাণ শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মিটু ইসলামের পরিচালনায় এতে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, বিভাগীয় শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় শ্রমিক দলের সদস্য অপু সিংহ, মহানগর যুব কমিটি সিনিয়র সহ সভাপতি নজরুল হোসেন, সহ সভাপতি মো. পারভেজ, আজিজ মিয়া, লাকি আক্তার, মো. শহীদুল্লাহ, মো. শাহজান, আব্দুর রহমান, রেজাউল করিম, যুগ্ম সম্পাদক এরশাদ মাহমুদ বাপ্পি, হাজেরা বেগম তানিয়া, জামাল হোসেন, সহ সম্পাদক মুরাদ হোসেন, মো. মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান রুবেল, দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন, প্রচার সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আলভী, মহিলা সম্পাদিকা জান্নাতুল ফেরদৌস রুবি, অর্থ সম্পাদক রমজান আলী, ধর্ম সম্পাদক মো. সুমন, সদস্য মো. কাশেম প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮